ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৩৯

আগরতলা,৪ সেপ্টেম্বর,২০২৫

শিশুর পায়ু ছিদ্রে আটকে থাকা সূঁচ অস্ত্রোপ্রচারে বার করল জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ সার্জনগণ

সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবার লাভে সুস্থ হল ছয় (৬)বছরের জর্ডন জমাতিয়া। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রচেষ্টায় জরুরী ভিত্তিতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শিশুটির কোমর থেকে একটি কাপড় সেলাই করার সূচ বার করে জীবন বাঁচালেন। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া হদ্রাই অঞ্চলের আকাশ জমাতিয়ার ছয় (৬) বছর বয়সী পুত্র প্রচন্ড কোমরের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল। গত ২৯ আগস্ট ২০২৫ শিশুটির পরিবার-পরিজনেরা শিশুটিকে নিয়ে প্রথমে জি.বি.পি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে নিয়ে আসেন। সেখানে চিকিৎসক শিশুটির সমস্যার কথা শুনে তাকে ভর্তি করেন। এরপর চিকিৎসক শিশুটিকে হাসপাতালের জেনারেল সার্জারি ওয়ার্ডে শিফট করে। এই ওয়ার্ডের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ তখন শিশুটিকে প্রাথমিকভাবে কোমরে একটি এক্সরে করান, আর এই এক্সরে রিপোর্টেই চিকিৎসকগণ দেখতে পান যে একটি কাপড় সেলাই করার সূঁচ শিশুটির পায়ু ছিদ্র স্থানে আটকে আছে। কিন্তু কাপড় সেলাই করার সূঁচ কিভাবে শিশুটির এই রকম একটি স্পর্শকাতর স্থানে বিদ্ধ হল তা কোন ভাবেই শিশুটির পিতা-মাতা জানেন না বলে জানান, তারা প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তবে তারা জানান যে শিশুটি অনেকদিন যাবৎ প্রচন্ড কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছিল। আর এজন্যই শিশুটির পিতা-মাতা শুধুমাত্র কোষ্ঠকাঠিন্যে ও কোমরের ব্যথার সমস্যার জন্যই জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল। পরবর্ত্তী সময় শিশুটিকে তার পিতা-মাতা এব্যাপরে জিজ্ঞেস করলে সে জানায় যে বিগত ১৫-১৬ দিন আগে সে সকলের অগোচরে একটি কাপড় সেলাই করার সূচ দিয়ে তার মলদ্বার থেকে আটকে থাকা মল বের করার চেষ্টা করার সময় এই সূচটি তার পায়ু ছিদ্র স্থানে আটকে যায়। কিন্তু সে ভয়ে কাউকে কিছু জানায় নি। এই অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ শিশুটির পিতা-মাতাকে জানান যে, শিশুটির পায়ু ছিদ্র থেকে দীর্ঘ এই সূঁচটি দ্রুত বার করতে হবে। সার্জারি ওয়ার্ডের বিশেষজ্ঞ সার্জনগণ দেখতে পান যে, ছয়(৬)সেন্টিমিটার দীর্ঘ সূঁচটি শিশুটির পায়ু ছিদ্র থেকে প্রায় ছয় থেকে সাত সেন্টিমিটার ভিতরে ঢুকে যায় অর্থাৎ রেকটামের মিডেল পার্টে ঢুকে যায়। চিকিৎসকগণ তখন শিশুটির পার রেক্টাল এক্সাম এর মাধ্যমে শিশুটির পায়ু ছিদ্র থেকে দীর্ঘ সূঁচটি বার করার চেষ্টা করে। কিন্তু তা বের করে আনা সম্ভব হচ্ছিল না, আর এতে সূঁচটি আরও ভিতরে ঢুকে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তাই সার্জারি ওয়ার্ডের চিকিৎসকগণ তখন শিশুটিকে গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শুভদীপ পালের কাছে রেফার করেন। গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ পাল শিশুটির কোলনস্কোপি করে সূঁচটি বার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দেখা যায় শিশুটির অ্যানাল ক্যানালে অনেক মল জমা হয়ে আছে, যার কারণে কোলনস্কোপি করা সম্ভব হয়নি। তাই তখন শিশুটির অ্যানাল ক্যানালে জমে থাকা মল পরিষ্কার করে পুনরায় সূঁচটি বার করার চেষ্টা করা হয়, তাতেও সুঁচটি বের করা সম্ভব হয়নি। এবার গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ ল্যাপারোটমি প্রক্রিয়ায় সূঁচটি বের করার সিদ্ধান্ত নেন।

২-এর পাতায়

তখন সার্জারি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ শিশুটির অস্ত্রোপচারের জন্য সার্জনদের নিয়ে একটি টিম গঠন করে। এই টিমে ছিলেন সার্জারি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ সার্জন ডাঃ নীলোৎপল চাকমা, ডাঃ তাপস পাল, ডাঃ প্রীতম দাস সহ অন্যান্য পোস্ট গ্যাজুয়েট শিক্ষানবিশ সার্জনগণ। তাতে এনেস্থেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ অনুপম চক্রবর্তী, ডাঃ অসিত ভট্টাচার্য, ডাঃ জয়দীপ দেবনাথ। সকলের সন্মিলিত প্রচেষ্টায় গত ৩০ আগস্ট ২০২৫ শিশুটির পায়ু ছিদ্র থেকে সফলভাবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সূঁচটি বার করা হয়। এই অস্ত্রোপচারে বিশেষজ্ঞ সার্জনদের সাথে অন্য চার জন ওটি স্টাফ ছিলেন। উক্ত অস্ত্রোপ্রচারে প্রায় তিন ঘন্টা সময় লাগে। অস্ত্রোপচারের পর শিশুটি সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকায় তাকে গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ সার্জনদের সফল অস্ত্রোপচারের ফলে শিশুটি সুস্থ হল। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের উক্ত সুবিধা লাভ করে শিশুটির পিতা-মাতা সব পরিবার-পরিজনেরা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

*****